দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 20 AUG 1994
পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

27

শিক্ষার জন্য খাদ্য

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হলেও দেশব্যাপী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আশানুরূপ ছাত্র-ছাত্রী এখনো ভর্তি হয়নি। দারিদ্র্যপীড়িত অভিভাবকগণ আর্থিক নিষ্পেষণে জর্জরিত হয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি করাতে সাহস পায়নি। এজন্য গ্রামের চির অবহেলিত গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেন। গত বছর আগস্ট মাস থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের স্কুল উপযোগী ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখার এক অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছে। এমনকি, গ্রাম এলাকার অভাব-অনটনের তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত দিনমজুর শ্রেণীর মানুষের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, দেশের চারটি মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সারাদেশে প্রত্যেক থানায় একটি করে ইউনিয়নের সব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচীর আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্প্রতি একদল সাংবাদিক গাজীপুর জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের প্রদত্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পোড়াবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পার্শ্ববর্তী ২টি গ্রামের ১শ' ৫২টি দুস্থ ও গরীব পরিবারের ১শ' ৭৬ জন ছেলেমেয়েকে মাসে মাথাপিছু ১৫ কেজি এবং একই পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কেজি গম দেয়া হয়। একই বছরে সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১শ' ৯০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এভাবে গম দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দিনমজুর শ্রেণীর আরো ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত ক্লাস করছে। কিন্তু, তাদের দরিদ্র অভিভাবকরা জানাচ্ছে যে, গম বিতরণ সম্পর্কে কিছু অনিয়ম রয়েছে এবং মুখ দেখে ছেলেমেয়েদের গম দেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়। এসব অভিযোগ যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে বিষয়টি অবশ্যই দুঃখজনক।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় ধনী-গরীব শ্রেণীর ছেলেমেয়ের শিক্ষা লাভ অপরিহার্য। কিন্তু, গরীব অভিভাবকরা অর্থাভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছে না। এমতাবস্থায় সরকার শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করেছেন। কিন্তু, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুখ দেখে যদি গরীব ছেলেমেয়েদের মধ্যে গম বিতরণ করে তাহলে এর প্রতিকার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এছাড়া, এখন পর্যন্ত প্রতিটি থানার একটি করে ইউনিয়ন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে। তাহলে দেশের সব থানার সব ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো কখন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে আনা হবে? এছাড়া, দেশের শত শত গ্রাম রয়েছে যেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাহলে এসব গ্রামের ছেলেমেয়েরা কি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হবে?

এদিকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরো জানা যায় যে, সম্প্রতি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দেশের সকল বেসরকারী কলেজ, হাই স্কুল ও প্রাইমারী বিদ্যালয়কে আগামী '৯৬-৯৭ সাল নাগাদ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু, এ পর্যন্ত যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেবে কারা? প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সেসব গ্রামের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া, প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহ অনেক ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন পাচ্ছে না। এ অবস্থায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করবে কেমন করে? সুতরাং শিক্ষার জন্য কর্মসূচী যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা আরো প্রয়োজন। শিক্ষা বিভাগ এ দায়িত্ব পালন করলে দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তার করা সহজতর হবে।